**আরবিতে আকার একার ৫টি।**

যবর,যের,পেশ,জযম,তাশদীদ।

✴️একযবর,এক যের, এক পেশকে হরকত বলে।হরকতের উচ্চারন তাড়াতাড়ি করতে হয়।

✴️ দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে তানবীন বলে।তানভীনের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়,গুণগুণ আওয়াজে পড়তে হয়।

✴️যজম ওয়ালা হরফ একা পড়া যায় না,তাহার ডান দিকের হরকতের উচ্চারনের সঙ্গে একত্রে একবার পড়তে হয়।

✴️তাশদীদ ওয়ালা হরফ দুইবার পড়তে হয়।প্রথম বার তার ডানদিকের হরকতের উচ্চারনের সঙ্গে যজমের মত,দ্বিতীয়বার নিজ হরকতের উচ্চারণ।

🔵(আলিফে যবর, যের,পেশ,জযম হইলে ঐ আলিফকে হামযাহ বলে)

💠 **মাদ্দ অর্থ টেনে পড়া। টান দুই প্রকার। ১/কম টান। ২/বেশিই টান**

মাদ্দের হরফ ৩টি।

➡️যবের বাম পাশে খালি আলিফ,যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া, পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও মদ্দের হরফ।

✳️মদ্দের হরফ হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়,একে মদ্দে ত্ববায়ী বলে।

⏩খাড়া যবর খাড়া যের উল্টা পেশ হইলেও এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়,ইহাকেও মদ্দে ত্ববায়ী বলে।

⭕মদ্দে ত্ববায়ী মানে এক আলিফ,এক আলিফ মানে কম টান

💠মদ্দের হরফের উপর ঢেউ খেলানো চিহ্ন তিন আলিফ,তরবারীর চিহ্ন চার আলিফ।

তিন আলিফ ও চার আলিফ মানে বেশি টান।

**গুন্নাহ অর্থ গুনগুন করে পড়া।গুন্নাহর হরফ দুইটি,ن এবং م।**

⭕গুন্নাহ তিন প্রকার-

১/ নুনে মিমে তাশদীদের গুন্নাহ(হরকতের বামে নুনে মিমে তাশদীদ হলে ১নং গুন্নাহ)

২/মীম সাকিনে গুন্নাহ(মীম সাকিনের পরে বা (ب) অথবা মীম( م) আসলে গুন্নাহ হবে, নয়তো হবে না।

৩/নুন সাকিন ও তানভীনের গুন্নাহ।

🌼 নুন সাকিন ও তানভীনের গুন্নাহের তিন অবস্থা।

(1)নুনে সাকিন, তানভীনের পরে ء ه-ع ح- غ خ -ل ر

এই আট হরফের কোনো হরফ আসলে গুন্নাহ হবে না,নয়তো হবে।

(2)নুন সাকিন ও তানভীনের পরে ب হরফ আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানভীনের মাঝে লুকায়িত নুনকে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে পড়তে হবে।

(3)নুন সাকিন ও তানভীনের পরে একই শব্দ و অথবা ى আসলে গুন্নাহ হবে না, ভিন্ন শব্দে আসলে হবে।

**ওয়াকফ অর্থ থামা**

▶️থামার হরফে খাড়া যবর অথবা দুই যবর থাকলে এক আলিফ অন্যথায় সাকিন।

▶️মদ্দে ত্ববায়ীর পরের হরফে থামলে তিন আলিফ

▶️লীনের হরফের পরের হরফে থামলে এক আলিফ

▶️গোল তা (ة) তে থামলে সর্বাবস্থায় সাকিনযুক্ত গোল হা পড়তে হয়

▶️তাশদীদ, জযমে থামলে তাশদীদ যজমেরই উচ্চারণ।